লিপি
কলকাতা, বুধবার, ১ নভেম্বর ২০১৭
Kolkata•Wednesday•November 1, 2017
Arthik Lipi, Page 3

ডেঙ্গু মোকাবিলায় ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী, তোপ কৈলাস বিজয়বর্গীয়র

স্টাফ রিপোর্টার: রাজ্যে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে প্রায় রোজই পথে নামছে বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে বিষোদগারও করতে ছাড়ছেন না রাজ্য নেতারা। এবার সেই তালিকায় যোগ হল রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়। ডেঙ্গু নিয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তাঁর মন্তব্য, 'ডেঙ্গু প্রতিরোধে ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী। এটা তাঁকে স্বীকার করতে হবে।' সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিবসকে সামনে রেখে মঙ্গলবার গোটা দেশে 'একতার জন্য দৌড়'এর আয়োজন করা হয়। কলকাতায় বিজেপির তরফে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সেই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার ফাঁকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডেঙ্গু নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দাগেন কৈলাস বিজয়বর্গীয়। তিনি বলেন, 'রাজ্যে যেভাবে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে এটা একজন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লজ্জাজনক। মুখ্যমন্ত্রীকে এর জবাব দিতে হবে।' তিনি বলেন, 'এ রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। কলকাতা থেকে জেলা প্রতিদিনই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মানুষ মারা যাচ্ছেন। অথচ রাজ্য সরকার নির্লজ্জের মতো সেই ঘটনাকে ধামাচাপা দিচ্ছে।' মুখ্যমন্ত্রীকে বিজয়বর্গীয়র খোঁচা, 'ডেঙ্গু ধামাচাপা দেওয়ার পরিবর্তে ডেঙ্গু প্রতিরোধ করুন। তাহলে মানুষ উপকৃত হবে।'

এদিন সকালে সিমলা স্ট্রিটে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়িতে যুগাবতারের মূর্তি থেকে 'একতার জন্য দৌড়' শুরু হয়। তার আগে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্যদান করেন কৈলাস বিজয়বর্গীয় সহ বিজেপির অন্যান্য নেতারা। কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন সুরেশ পূজারি, প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়রা। কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিন্হাও। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিবস পালন করার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা দিয়েছিল কেন্দ্র। কিন্তু রাজ্য সেই নির্দেশ মানেনি। তার সমালোচনা করে এদিন রাহুল সিন্হা বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করা রাজ্যের একটা রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্র যত ভাল কাজই করুক না কেন, সেটার বিরোধিতা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সারা বিশ্ব যোগ দিবস পালন করছে, কিন্তু উনি রাজ্যে তা পালন করতে দেবেন না। রান ফর ইউনিটি সব রাজ্য পালন করছে, কিন্তু উনি এখানে পালন করবেন না।' আধার লিঙ্ক নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর যে বিরোধিতা তারও সমালোচনা করতে ছাড়েননি রাহুল সিন্হা। তাঁর কথায়, 'সব রাজ্য আধার লিঙ্ক করছে। শুধু বিরোধিতা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আধার যদি একবার লিঙ্ক হয়ে যায় তাহলে তৃণমূলের অনুপ্রবেশকারী ভোটব্যাঙ্কে ধস নামবে।' তাঁর আরও খোঁচা, 'নোট বাতিলের পর তৃণমূলের অর্ধেক টাকা নষ্ট হয়ে গেছে। আধার লিঙ্ক হলে ভুয়ো অ্যাকাউন্টে যে টাকা রয়েছে তাও শেষ হয়ে যাবে। তখন তৃণমূল নেতাদের চা খাওয়ার পয়সাও জুটবে না।' মুখ্যমন্ত্রীকে রাহুল সিন্হার হুঁশিয়ারি, 'দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে সম্মান করুন। না হলে পদত্যাগ করুন।'

নিরাপত্তার প্রশ্নে পাশে পেলেন দিলীপ ঘোষকেও

মুকুল রায়ের নিরাপত্তায় 'ওয়াই' ক্যাটাগরি নিরাপত্তা ব্যবস্থা

স্টাফ রিপোর্টার: দল ছেড়েছেন। ছেড়েছেন সাংসদ পদও। তাই আপাতত তিনি 'অরাজনৈতিক'। তবে একসময়ে তৃণমূলের অন্দর থেকে রাজ্য রাজনীতিতে তাঁর পরিচয় ছিল 'সেকেন্ড ইন কম্যান্ড'। যদিও আপাতত তিনি প্রাক্তন। নেত্রীর সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে দলের সঙ্গে ছেড়েছেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের দেওয়া সদস্যপদও। নিজের সোশ্যাল মিডিয়াতেও নিজেকে 'অরাজনৈতিক' বলেই পরিচয় দিয়েছেন মুকুল রায়। তবে সবমিলিয়ে রাজনীতিতে এই মুহূর্তে মুকুল রায় কার্যত 'নাম-গোত্রহীন'। আর এহেন মুকুলের জন্য 'ওয়াই' ক্যাটাগরি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। মঙ্গলবার দুপুর থেকেই কাঁচরাপাড়া ঘটক রোডে রায় বাড়িতে মোতায়েন করা হল কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী। যা কার্যত মুকুল রায়ের পদ্মযোগেরই প্রাথমিক ইঙ্গিত বলে মত রাজনৈতিক মহলের। পুজোর আগেই বিদায় জানিয়েছেন নিজের পুরনো দলকে। পরবর্তী সময়ে উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডুর হাতে জমা দিয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদপদের ইস্তফাপত্রও। সোশ্যাল মিডিয়ায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরবও হয়েছেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, জোড়াফুল ছেড়ে পদ্মফুলে যাওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা। আর সেই সম্ভাবনাকে আরও উসকে দিল এই ওয়াই ক্যাটাগরি নিরাপত্তা ব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে খবর,ওয়াই ক্যাটাগরি নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ১১ জন কেন্দ্রীয় নিরপত্তারক্ষী সবসময় ঘিরে থাকবে তৃণমূলের এই প্রাক্তন 'সেনাপতি'কে। যার মধ্যে ১-২ জন কম্যান্ডো থাকবেন। এদিন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর আধিকারিকেরা সকালেই কাঁচরাপাড়া এসে মুকুল রায়ের বাড়ি সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। কথা বলে বীজপুর থানার সঙ্গেও। তারপরই মোতায়েন করা হয় ওয়াই ক্যাটাগরির নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সূত্রের খবর, দল ছাড়ার পর রাজ্যের শাসকদলের হাতে যেকোনও মুহূর্তে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন খোদ মুকুল রায়। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টেও সিলমোহর দেওয়া হয়েছে একই আশঙ্কাতে। আর তার পরই মুকুল রায়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আঁটোসাটো করার বিষয় তৎপর হয় কেন্দ্রীয় সরকার। মুকুল রায়ের আশঙ্কা যে অমূলক নয়, তা স্পষ্ট করে দিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাঠগড়ায় তুলেছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। মঙ্গলবার মুকুলের পক্ষে সওয়াল করে দিলীপ

ঘোষের বক্তব্য,'মুকুল রায় তৃণমূলের একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। সদ্য তিনি তৃণমূল ছেড়েছেন। উনি ওই দলের নেত্রী থেকে শুরু করে অনেকেরও গোপন কথা জানেন। তাই তার উপর হামলা হতেই পারে। উনি ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা নিয়ে। রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রতিটি বিরোধী দলের নেতা-নেত্রীর জন্য কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা জরুরি।' রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি বোঝাতে পাহাড়ে তাঁর উপর হামলার প্রসঙ্গও টেনে আনেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। বলেন,'পাহাড়ে রাজ্য পুলিশের সামনেই আমার ওপর হামলা হল। তাই বোঝাই যাচ্ছে এই রাজ্যের বিরোধীরা কতটা সুরক্ষিত।' সূত্রের খবর, ১৫ দিন আগেই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয় সঙ্গে দেখা করেন মুকুল রায়। রাজনীতির পাশাপাশি রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। এমনকী তাঁর উপরে হামলা হতে পারে এমন আশঙ্কার কথাও বিজয়বর্গীয়কে জানান মুকুল। এরপর রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করার পরামর্শ দেন কৈলাস। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে লিখিতভাবে নিরাপত্তার আশঙ্কার কথা জানান মুকুল রায়। তৃণমূল ছেড়ে পদ্ম শিবিরে যোগ প্রায় নিশ্চিত এই সদ্য প্রাক্তন তৃণমূল নেতার। রাজনৈতিক মহলের মতে, তার আগে 'ওয়াই' ক্যাটাগরি নিরাপত্তা মোতায়েন করে আগাম বার্তা দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। বকলমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং।

বেসরকারি জমির জঞ্জাল পরিষ্কার করবে কলকাতা পুরসভা

স্টাফ রিপোর্টার: ডেঙ্গু মোকাবিলায় এবার বেসরকারি খালি জমি থেকে শুরু করে আবাসনের জঞ্জাল জরুরি ভিত্তিতে পরিষ্কার করতে হবে রাজ্যের সকল পুরসভাকে এমনটাই নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার একটি সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। ডেঙ্গু রুখতেই এরকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য এই নির্দেশিকা এসে পৌঁছায় কলকাতা পুরসভা। ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবিলায় জরুরি ভিত্তিতে শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, আবাসন, বহুতলে দীর্ঘদিন জমে থাকা জঞ্জাল সাফাই করতে হবে পুরসভাকে। তবে এই নির্দেশিকা সম্পর্কে মেয়র পারিষদ (কঠিন বর্জ্য পদার্থ) দেবব্রত মজুমদারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'নবান্নের তরফ থেকে এরকম কোনও নির্দেশিকা পুরসভার কাছে এসেছে কিনা জানা নেই। তবে আমরা তো এমনিতেই পরিষ্কার করে থাকি'।

কলকাতা পুরসভায় বেহালা, যাদবপুর, গার্ডেনরিচএলাকা যুক্ত হওয়ার সময় মজদুরের সংখ্যা ছিল প্রায় ১২ হাজার। মজদুররাই রাস্তাঘাট, অলিতে-গলিতে জমে থাকা পরে থাকা জঞ্জাল তোলার কাজ করে থাকেন। এখন কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ড হলেও মজদুর বাড়ার বদলে কমে প্রায় ৮ হাজার হয়েছে বলে জানা গেছে পুরসভা সূত্রে। গোটা শহরে জঞ্জাল তোলার এক গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেন মজদুররা। একটি ওয়ার্ডে রাস্তা, এলাকা কতটা অংশ তা ভাগ করে ব্লক তৈরি হয়। গড়ে প্রতিটি ওয়ার্ডে ১০টি করে ব্লক থাকে। প্রতিটি ব্লকে ১০ জন করে মজদুর কাজ করার কথা। প্রায় একটি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ১০০ জন মজদুর। প্রতিটি ব্লক পিছু একজন করে সাবওভারশিয়া থাকার কথা, যারা মজদুরের কাজ দেখাশোনা করবেন। ৪ থেকে ৫ জন সাবওভারশিয়ারকে নিয়ন্ত্রন করেন এক একজন ওভারশিয়ার। কিন্তু কর্মীর অভাবে অনেক কাজই থেমে যাচ্ছে। একদিকে মজদুরের অভাবে হামেশাই বাড়তি কাজ করছে পুরকর্মীরা। কর্মীর অভাবে ব্যাপকভাবে ধাক্কা খেয়েছে শহর পরিষ্কার করার কাজ। বছরভরই শহরের মানুষদের সচেতনতার কাজ করছে পুরসভা। তাও শহরে বাড়ছে ডেঙ্গু আতঙ্ক। বাড়ছে আক্রান্তদের সংখ্যা। ডেঙ্গুর সঙ্গে মোকাবিলা করতেই এই নির্দেশিকা রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দফতর থেকে।

সরকারি আবাসনে হামলা

স্টাফ রিপোর্টার: গড়িয়াহাটে কেন্দ্রীয় সরকারের আবাসনে দুষ্কৃতী তাণ্ডব। ভোররাতে আবাসনে ঢুকে ভাঙচুর চালাল একদল দুষ্কৃতী। এমনকী বাধা দেওয়ায় খুনের হুমকিও দেওয়া হয় ওই আবাসনের নিরাপত্তারক্ষীকেও। অভিযোগ, মঙ্গলবার ভোর ৫ টা নাগাদ গড়িয়াহাট থানার ১৭/৩, ডোভার লেনে কেন্দ্রীয় সরকারের আবাসনে মদ্যপ অবস্থায় জোর করে ঢোকে অয়ন চৌধুরি নামে এক যুবক। ৫-৬ জনকে নিয়ে আচমকাই আবাসনে ঢুকে পড়ে সে। আবাসনের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তাকর্মী তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে খুনের হুমকিও দেয় এই দুষ্কৃতীরা। স্থানীয়রা ঘটনার প্রতিবাদ করায় সি-২ ব্লকের বাসিন্দা কাস্টমস দফতরের আধিকারিক সুবীর ধরের বাড়ি ও গাড়িতে ইট মেরে পালায় অয়ন। গাড়ির সামনের কাচ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনার পরই গড়িয়াহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তাঁর স্ত্রী রত্না ধর। তাঁর অভিযোগ, 'আগে ওই আবাসনের সঙ্গেই পরিবার নিয়ে থাকত ওই অভিযুক্ত অয়ন চৌধুরি। বাবার মৃত্যুর পরও ঘর ছাড়েনি। আমরা সকলে মিলে প্রতিবাদ করায় পুলিশ ঘর ছাড়তে বাধ্য করে। এখানে অসামাজিক কাজকর্মও চালাত।' এই আবাসনের ডি-১ ব্লকে থাকতেন আয়কর দফতরের আধিকারিক আশিস চৌধুরি। তবে ২০০২ সালে তাঁর মৃত্যুর পর নিয়ম মেনেই তাদের ঘর ছাড়তে বলা হয়। তবে নির্দেশ সত্ত্বেও ঘর না ছাড়ায় পুজোর আগে পুলিশ দিয়ে কার্যত জোড় করেই বের করে দেওয়া হয় তাদের। আবাসন চত্বরে নানা অসামাজিক কাজকর্মও শুরু করে। বাড়ি আটকে নিয়মিত মদের আসরও বসাত অয়ন। যা নিয়ে একাধিকবার গড়িয়াহাট থানায় অভিযোগ করলেও,তা নিয়ে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। পুলিশের মতে, পুরনো বিবাদের জেরেই এই ঘটনা ঘটিয়েছে অয়ন। কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার(সদর) সুপ্রতীম সরকারের বক্তব্য,'এই ঘটনায় গড়িয়াহাট থানায় অয়ন চৌধুরি নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা দিয়েছেন রত্না ধর নামে ওই আবাসনের এক আবাসিক। যার ভিত্তিতে তদন্তও শুরু হয়েছে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল বিশৃঙ্খলার ঘটনায় ধৃত ৪

স্টাফ রিপোর্টার : আদালতের নির্দেশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হোস্টেল ফাঁকা করার সময় পড়ুয়াদের সঙ্গে আদালতের কর্মচারীদের ঝামেলা শুরু হয়। জানা গেছে, ওই সময় কিছু বহিরাগতও সেখানে ঢুকে পড়ে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। যা ক্রমেই বড় আকার ধারণ করে।

পুলিশ সূত্রের খবর, বৌবাজার স্ট্রিট ও এনসি স্ট্রিটের সংযোগস্থলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের একটি হোস্টেল রয়েছে। হাইকোর্টের তরফ থেকে ৪এ অরফ্যান লেনের 'বুদ্ধিষ্ট হোস্টেল'টি খালি করার নির্দেশ জারি করা হয়।

ওই বাড়ির মালিকের পক্ষেই রায় ঘোষণা হওয়ার পরই সোমবার বিকেল ৪টে নাগাদ বাড়িটি খালি করতে যান আদালতের কর্মচারীরা। তবে স্থানীয় পুলিশ প্রাশাসনকে কোনও রকম খবর না দিয়েই বাড়ি খালি করতে গিয়ে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। হেনস্থা হতে হয় আদালতের কর্মচারীদেরও। জানা গেছে, সেই সময় কিছু বহিরাগত হোস্টেলের ভিতরে ঢুকে গিয়ে আবাসিকদের জিনিসপত্র বাইরে বের করে আনে। আর তাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। আদালতের কর্মচারীদের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হয়ে যায় পড়ুয়াদের। ঘটনায় চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন স্থানীয় বৌবাজার থানার পুলিশ। এই ঘটনায় উভয় পক্ষের তরফ থেকেই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে স্থানীয় থানায়। পড়ুয়াদের অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় ৪জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানান কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (সদর) সুপ্রতিম সরকার। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত ১

স্টাফ রিপোর্টার: অস্ত্র সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। ধৃতের কাছ থেকে একটি দেশি পিস্তল উদ্ধার হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, উত্তর বন্দর থানা অধীনস্থ আর্মেনিয়াম ঘাটের কাছ থেকে গ্রেফতার করা হয় মহম্মদ জাফরুদ্দিনকে। ৪২সি তিলজলা রোডের বাসিন্দা এই দুষ্কৃতী অস্ত্র বিক্রি করতে আসছে গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে আর্মেনিয়াম ঘাটের কাছ আগে থাকতেই উপস্থিত ছিলেন গোয়েন্দা আধিকারিকরা। তবে আকুস্থলে পৌঁছে সন্দেহ হওয়ায় পালানোর চেষ্টা করার সময় সোমবার রাত ৮টা নাগাদ তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে একটি সিঙ্গেল শর্ট ফায়ার আর্মস ও একটি কার্তুজ পাওয়া গেছে।

মেট্রো রেলের নতুন জেনারেল ম্যানেজার

স্টাফ রিপোর্টার : মেট্রো রেল কলকাতার নতুন জেনারেল ম্যানেজার হলেন অজয় বিজয়বর্গীয়। তিনি ১৯৮০ ব্যাচে আইআরএসএসই (ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিস অফ সিগন্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স)। মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে যোগ দেওয়ার আগে বিজয়বর্গীয় নর্দান রেলে প্রিন্সিপাল চিফ সিগন্যাল ও টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন।

এছাড়া সেন্ট্রাল রেল এবং আরএসই সহ রেলের বিভিন্ন শাখার তিনি রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন প্রজেক্টের কাজ করেছেন। ওয়েস্ট সেন্ট্রাল রেলওয়েতে আড়াই বছর এবং নর্দান রেলওয়েতে দু'বছর বিজয়বর্গীয় সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশনের প্রধান ছিলেন। দুই রেলেই তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া উত্তর-পূর্ব রেলের বারানসী ডিভিশনে দু'বছর সাত মাস ডিআরএম হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। ওএফসি/নিউ লাইন/কমিশনিং অফ প্যানেল ইন্টারলকিং/ ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং/রুট রিলে ইন্টারলকিংয়েও তাঁর প্রভূত অভিজ্ঞতা রয়েছে। অজয় বিজয়বর্গীয় মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার হওয়ায় খুশি এই রেলওয়ের সব অফিসার ও কর্মী।

শহরে বসতে চলেছে লাইফস্টাইল প্রদর্শনীর আসর

স্টাফ রিপোর্টার: স্টাইল-ফাইলের

সাংবাদিক বৈঠকে প্রীতি গোয়েঙ্কা এবং সুমেধা সারোগী।

উদ্যোগে ১০ নভেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'স্টাইল লাইফ সপিং কার্নিভাল ২০১৭।' এবছর ১৭ তম বর্ষে পা দিচ্ছে এই প্রদর্শনী। প্রদর্শনীতে দেশের নানা প্রান্তের ডিজাইনার, ভাস্কর, চিত্রশিল্পী, অলংকার নির্মাতারা তাদের শিল্প সৃষ্টি প্রদর্শন করবেন।

মঙ্গলবার স্টাইল ফাইলের তরফে প্রীতি গোয়েঙ্কা এবং সুমেধা সারোগী জানিয়েছেন, এই প্রদর্শনীতে অংশ নেবেন মুম্বই, হায়দরাবাদ, বিশাখাপত্তনম, জয়পুর এবং বিকানির থেকে শিল্পীরা । ইজরায়েলের বিখ্যাত চিত্রশিল্প এবং ভাস্কর ডেভিড গারস্টেইন অংশ নেবেন এই প্রদর্শনীতে।

ডেঙ্গু মোকাবিলায় পুরসভাগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধির উপর জোর ফিরহাদের

স্টাফ রিপোর্টার : রাজ্যে ডেঙ্গু মহামারীর আকার নিয়েছে। অবশেষে দেরিতে হলেও ঘুম ভেঙেছে রাজ্য সরকারের। মঙ্গলবার ডেঙ্গু আটকাতে পুরসভাকে আরও ক্ষমতা দেওয়ার ঘোষণা করলেন নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ঘোষণা করেন রাজ্যে যেভাবে ডেঙ্গু ও অন্যান্য মশাবাহিত রোগের প্রকোপের দেখা দিয়েছে তাতে পুরসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সার্ভে করতে গিয়ে পুরসভাকে বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে তাই রাজ্যের এই নয়া ভাবনা। সার্ভে করতে গিয়ে কাউকে বাধা দেওয়া চলবে না। এমনকি তালাবন্ধ বাড়ির তালা ভেঙে সার্ভে বা মশা নিধন চালানো হবে। নিরাপত্তা ও নিরপেক্ষতার প্রয়োজনে স্থানীয় পুলিশের মধ্যস্থতায় এই কাজ করা

হবে। এমনকি বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিও কোনও ছাড় পাবে না। নির্মীয়মাণ বহুতল ও ততসংলগ্ন এলাকায় প্রোজেক্ট এরিয়ায় লাভা পাওয়া গেলে নির্মাণ সংস্থার বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাদের সাইট প্ল্যান বাতিল করা হতে পারে। স্টপ ওয়ার্ক নোটিস দেওয়া হবে।

সোমবার ডেঙ্গু সংক্রান্ত নজরদারি বৃদ্ধির আশ্বাস দেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পালনে তৎপর পশ্চিমবঙ্গ নগরোন্নয়ন দফতর। মঙ্গলবার বিধাননগর, দমদম, শিলিগুড়ি সহ ১১টি পুরসভার স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নিয়ে সল্টলেকের নগরোন্নয়ন দফতরে বৈঠক করেন রাজ্যের নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

বৈঠকে পুরসভাগুলির মধ্যে থাকা পরিত্যক্ত জায়গা সহ এলাকার রক্ষণাবেক্ষণের ব্লু-প্রিন্ট সংক্রান্ত আলোচনা হয় বলে মন্ত্রী জানান। এছাড়াও এই বৈঠক থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বুধবার থেকে নগরোন্নয়ন দফতরের ১৯ জন সচিব পর্যায়ের আধিকারিক প্রত্যেকটি পুরসভা এলাকায় সপ্তাহে দু'দিন করে পর্যবেক্ষণ করবেন। সপ্তাহান্তে তারা রিপোর্ট জমা দেবেন। সেই রিপোর্টে স্বাস্থ্য দফতরকে জমা করবে নগরোন্নয়ন দফতর। এর পাশাপাশি প্রত্যেকটি পুরসভাকে জানানো হয়েছে যাতে প্রত্যেকটি ঘরে যখন স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক বা কর্মী যখন পর্যবেক্ষণ করতে যাবে সেই সময় পুরপ্রতিনিধিকে তাদের সঙ্গে থাকতে হবে।

এদিন শিলিগুড়ি পুরনিগম প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি জানান, রাজনীতির খেলায় সিপিএম পরিচালিত এই পুরনিগম মানুষদের অবহেলা করছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কোনওরকম সাহায্য করছেন না। এদিনের বৈঠকে ফিরহাদ হাকিম পুরপ্রতিনিধিদের জরুরি তৎপরতায় ডেঙ্গুর রক্ত পরীক্ষার মেশিন কেনার জন্য সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন।